মন- শরীর- পোষাকের পবিত্রতা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "**মন- শরীর- পোষাকের পবিত্রতা**"।

পবিত্র কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন:

রাসুল সাঃ এর সর্বপ্রথম নাযিলকৃত অহী সূরা ৯৬ আল আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত। অল্প কিছুদিন বিরতির পর নাযিল হয় সূরা ৭৪ আল মুদ্দাসসির। এই সূরার প্রথম দিকের আয়াতে পোষাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা ও শিরকের অপবিত্রতা পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে।

১। পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো, আবিলতা (শিরকের অপবিত্রতা) পরিত্যাগ করো।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ﴿١﴾

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! সূরা আল মুদ্দাছির ৭৪ঃ ১

قُمۡ فَأَنذِرۡ ﴿٢﴾

উঠ, আর সতর্ক কর, সূরা আল মুদ্দাছির ৭৪ঃ ২

وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ﴿٣﴾

এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর । সূরা আল মুদ্দাছির ৭৪ঃ ৩

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ﴿٤﴾

তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ, সূরা আল মুদ্দাছির ৭৪ঃ ৪

وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ﴿٥﴾

পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া চল, সূরা আল মুদ্দাছির ৭৪ঃ ৫

وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾

অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না । সূরা আল মুদ্দাছির ৭৪ঃ ৬

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর । সূরা আল মুদ্দাছির ৭৪ঃ ৭

২। আল্লাহ ভালোবাসেন পবিত্রতা- পরিছন্নতা অবলম্বনকারীদের।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে । বল, 'উহা অশুচি ।' সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগম বর্জন করিবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সংগম করিবে না । অতঃপর তাহারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আলাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়াছেন । নিশ্চয়ই আলাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদেরকেও ভালবাসেন । সূরা আল বাকারা ২ঃ ২২২

৩। হে ঈমানদারগণ, সালাতের পূর্বে পবিত্রতা (অযু/ গোসল/ তায়াম্মুম) অর্জন করো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে এবং তোমাদের মাথা মসেহ্ করিবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করিবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হইবে । তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হও এবং পানি না

পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং উহা দ্বারা তোমাদেও মুখমণ্ডল ও হাত মসেহ্ করিবে। আলাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না ; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করিতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চান; যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। সূরা আল মায়িদা ৫ঃ ৬

৪। প্রত্যেক (সালাতের) সময় তোমরা সুন্দর পোষাক পড়বে।

يَابَنِيۤ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

হে বনী আদম ! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অপচয় করিবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। সূরা আল আ'রাফ ৭ঃ ৩১

৫। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সুন্দর বস্তু আর উত্তম জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো হারাম করলো কে?

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللهِ اَلَّتِيۤ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِى اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ اَلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

বল, আলাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভাময় বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে হারাম করিয়াছে ?' বল, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাহাদের জন্য, যাহারা ঈমান আনে। এইভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি। সূরা আল আ'রাফ ৭ঃ ৩২

৬। (আল্লাহ) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছিলেন, যাতে করে তা দিয়ে তোমাদের পবিত্র করে দেন, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করে দেন।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ اَلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ اَلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ اَلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ اَلأَقْدَامَ ﴿١١﴾

স্মরণ কর, তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছনড়ব করেন এবং আকাশ হইতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন উহা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করিবার জন্য, তোমাদের

মধ্য হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করিবার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখিবার জন্য । সূরা আল আনফাল ৮ঃ ১১

৭। আল্লাহ অবিরত তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে । বল, 'উহা অশুচি ।' সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগম বর্জন করিবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সংগম করিবে না । অতঃপর তাহারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আলাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়াছেন । নিশ্চয়ই আলাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদেরকেও ভালবাসেন । সূরা আল বাকারা ২ঃ ২২২

৮। ফেরাউনের কাছে যাও, তাকে বল তুমি কি (কুফর, শিরক ও সীমালংঘন থেকে) পবিত্র হবে?

ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾

'ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে,' সূরা আন নাযিয়াত ৭৯ঃ ১৭

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

এবং বল, 'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও । সূরা আন নাযিয়াত ৭৯ঃ ১৮

৯। নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জন করবে ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে পবিত্র (তাযকিয়া) করবে।

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾

নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে যে পবিত্রতা অর্জন করে । সূরা আল আ'লা ৮৭ঃ ১৪

وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে । সূরা আল আ'লা ৮৭ঃ ১৫

১০। অবশ্যই সফল হলো সে, যে সীমার মধ্যে অবস্থানের প্রবণতাকে উন্নত ও বিকশিত করলো।

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾

অতঃপর উহাকে উহার অসৎকর্ম ও উহার সৎকর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন । সূরা আশ শামস ৯১ঃ ৮

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾

সে-ই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র করিবে । সূরা আশ শামস ৯১ঃ ৯

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

এবং সেই ব্যর্থ হইবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে । সূরা আশ শামস ৯১ঃ ১০

১১। তাদের মাল- সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করো, এর ফলে তুমি তাদের পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও উন্নত করবে।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

উহাদের সম্পদ হইতে 'সাদাকা' গ্রহণ করিবে । ইহার দ্বারা তুমি উহাদেরকে পবিত্র করিবে এবং পরিশোধিত করিবে । তুমি উহাদেরকে দু'আ করিবে । তোমার দু'আ তো উহাদের জন্য চিত্ত স্বস্তি কর । আলাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । সূরা আত তাওবা ৯ঃ ১০৩

১২। এর (কোরআন পাঠে ও শ্রবনে) তাদের চর্ম রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে, তারপর তাদের দেহ-মন কোমল হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

আলাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসমঞ্জস এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় । ইহাতে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহমন বিনম্র হইয়া আলাহর স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে । ইহাই আলাহর পথনির্দেশ, তিনি উহা

দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন । আলাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই । । সূরা আয যুমার ৩৯ঃ ২৩

১৩। কেবল আল্লাহর স্মরণেই অন্তর (কলব) প্রশান্তি লাভ করে থাকে।

اَلَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ اَلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

'যাহারা ঈমান আনে এবং আলাহর স্মরণে যাহাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় ; জানিয়া রাখ, আলাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়; সূরা আর রা'দ ১৩ঃ ২৮

মুসলিম শরীফের হাদীস:

হযরত ওমর রা: বর্ণনা করেন, রাসূল সা: বলেছেন, যখন কোন মুসলিম যথাযথভাবে অযু করে এবং ঘোষণা করে "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু"।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ সা: আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সে জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খোলা পাবে এবং যে কোন দরজা দিয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

তিরমিজি ও আবু দাউদ শরীফের হাদীস:

রাসূল সা: বলেছেন, সালাতের চাবিকাঠি হচ্ছে পবিত্রতা (অযু), সালাত শুরু হয় তাকবির (আল্লাহু আকবার) দিয়ে এবং শেষ হয় সালাম (শান্তি বর্ষিত হোক) দিয়ে।

মুসলিম শরীফের হাদীস:

হযরত উসমান বিন আফফান রা: বর্ণনা করেন, রাসূল সা: বলেছেন, যে উত্তম ভাবে অযু করলো তার শরীর থেকে পাপ সমূহ ঝরে যায়, এমনকি তার আঙ্গুলের নখের ভিতরে থেকেও।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস:

হযরত আবু হুরাইরা রা: বর্ণনা করেন, রাসূল সা: বলেছেন, বিচারের দিন উত্তমভাবে অযু করা আমার উম্মতের লোকদের মুখমন্ডল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে সুতরাং উজ্জলতা বৃদ্ধি করতে চাইলে তোমরা উত্তম ভাবে বেশি বেশি অযু করো।

উপরের কোরআন ও হাদিসের আলোকে বলা যায়:

১। পরিষ্কার পরিছন্নতা (মন-শরীর ও পোষাকের) ইসলামের অঙ্গ।

২। আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র লোকদের পছন্দ করেন।

৩। পবিত্রতা ঈমানের অংশ।

৪। পবিত্র ঈমানদার লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৫। পরিষ্কার পরিছন্নতা রিজিক বৃদ্ধি করে।

৬। বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের সময় (অর্থাৎ অজু, গোসল ও পরিষ্কার পোষাক পরিধানের সময়) আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হবে এবং মুখে বলতে হবে, অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ সা: তাঁর বান্দা ও রসূল।

৭। ধন সম্পদ দান করার মাধ্যমে সম্পদের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা শিরকের অপবিত্রতা পরিত্যাগ করি। আল্লাহ রসুল কোরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেদের মন, শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করে সালাত আদায় করি।

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আশা করা যায় আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিবেন এবং COVID- 19 সহ সব ধরনের বালা মুসিবত থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করবেন। আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।